

অভিমত

পাবলিক পরীক্ষায় নকল এবং জাতির ভবিষ্যৎ

নির্মলচন্দ্র সূত্রধর

সুযোগ। রাতারাতি যততর গজিয়ে উঠছে স্কুল-কলেজ। তাতে নেই কোনো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শিক্ষক। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে অসংখ্য কোটিং সেন্টার। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের নামে গুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা। নকলের ফলে সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান কিন্তু বাড়ছে না। সরকার শিক্ষার মান বাড়াতে-যে-কতিপয়-সিদ্ধান্ত-বা-শর্ত-আরোপ করেছে স্কুল-কলেজগুলোতে তাতে কোনো

দিলেন পরিবারের কথা ভেবে। এর সঙ্গে যে দিলেন পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরাও। পুলিশ বাহিনী নকলের সুযোগ দিতে গিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে ক'পয়সা। অর্থাৎ সবদিক থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা ভেগেছে। এ শিক্ষার ওপর ভর করে জাতি কোনোদিন বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়া পারবে? তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল-প্রবণতা বন্ধ-র সরকারের-পক্ষে একা সম্ভব নয়। এর দায়িত্ব নি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শর্ত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস না করলে সেই স্কুল-কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। শিক্ষক সমাজ দেখলেন, সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে পরিবারসহ পথে বসতে হবে। তাই তারা নকলকে প্রশ্রয় দি-
দ্বিধাবোধ করলেন না। এর সঙ্গে যোগ দিলেন পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরাও।

উপকার হয়নি বরং সর্বনাশ হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শর্ত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস না করলে সেই স্কুল-কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। সরকারি এই সিদ্ধান্ত ভুল। কারণ এর ফলে শিক্ষক সমাজ দেখলেন, সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে পরিবারসহ পথে বসতে হবে। তাই তারা নকলকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধাবোধ করলেন না। নীতিবান শিক্ষকও তার নীতি বিসর্জন

হবে আমাদের সবাইকে। শিক্ষক সমাজকে এ এগিয়ে আসতে হবে কারণ তাই মূলত নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো অভিভাবক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে তার সন্তান ভুল পথে অগ্রসর না হয়। নি সন্তানকে নকল সরবরাহ করার অর্থ হচ্ছে নি নিজের সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনা। নকল করে পাস করে সে হয়তো বড়ো

বর্তমানে প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায়ই চলে নকলের মহোৎসব। এই মহোৎসবে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগ দেন বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষক-অভিভাবক। পরীক্ষার্থীর ভাই-বোন, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ বাহিনী সকলেই নকলের মতো একটি অনৈতিক কাজে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে থাকেন। পিতা পুত্রকে উৎসাহের সঙ্গে নকল সরবরাহ করেন। তিনি কি কখনো ভাবেন না এতে তিনি তার প্রিয় সন্তানের কতো বড়ো সর্বনাশ করছেন? একটা সময় ছিল যখন নকল করা ছিল খুবই গর্হিত কাজ। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গর্হিত কাজটি আজ সমাজে এমনভাবে সমাদৃত হচ্ছে যে, সবাই এই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। মেধাবী ছাত্রদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। পরীক্ষার কেন্দ্রে এই যে নকল প্রবণতা, এর গুরু হয় আজ থেকে ২৮ বছর আগে। স্বাধীনতা-উত্তর সরকার মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রছাত্রীদের যে বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল সেই সুযোগই আজ জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের একটি ভুল সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এটি হচ্ছে তার যথোপযুক্ত প্রমাণ। আজ নকলের বিষবাস্প আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা তাদের গদি ঠিক রাখার জন্য শুধু সেই গাছের সুষ্ঠু পরিচর্যা করেছেন। তাই নকল দ্রুত ডালপালা ও মূলের রিস্তার ঘটিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। শুধুমাত্র পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করেই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। পরিবর্তন আনতে হবে সরকারি নীতি-নির্ধারণে এবং টেলে সাজাতে হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা আট-দশটি পণ্যের মতোই একটি পণ্য। শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রদের পড়াতে চান না। তারা প্রাইভেট পড়ার পরামর্শ দেন। আবার যে সব ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়ে তাদেরকে দেওয়া হয় পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশেষ

জানিয়েছে। এহ-ফোরা কমিশন এবং জাতিসংঘ রয়েছে।

স্বায়ত্বশাসনীয় দুটো যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া গভ আফগানিস্তানে সন্ত্রাসীদের বন্ধ এবং বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা হস্তান্তরের জন্য তালেবান চাপ সৃষ্টি করতে দেশটির অস্ত্র ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার নিরাপত্তা পরিষদের কাছে।

এ প্রস্তাব অনুযায়ী তা আফগানিস্তানের ওপর বি চলাচল নিষেধাজ্ঞা আরো বিদেশে তালেবান সম্পদ হ এ ছাড়া আফিমকে হেবে করার জন্য ব্যবহৃত রা নিষিদ্ধ করা হবে। এ প্রস্ত ওরস্ত্রপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাহা একতরফা অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা মাস পর এসব নিষেধাজ্ঞা মাস পর এসব নিষেধাজ্ঞা উ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এর মেয়াদ আরো বাড়তে প

এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ড দুদিন ধরে বৈঠক অনুষ্ঠান এ সুইস প্রেসিডেন্ট সার্গে চাপ উচ্চারণ করে বলেছেন, ও ওপর আবাহো নিষেধাজ্ঞা অ দেশটিতে মানবাধিকার কর্মসূ প্রক্রিয়া অচল হয়ে যেতে পা